मन की बात 100

MANN KI BAAT 100

মন কি বাত

অধ্যায়-৪

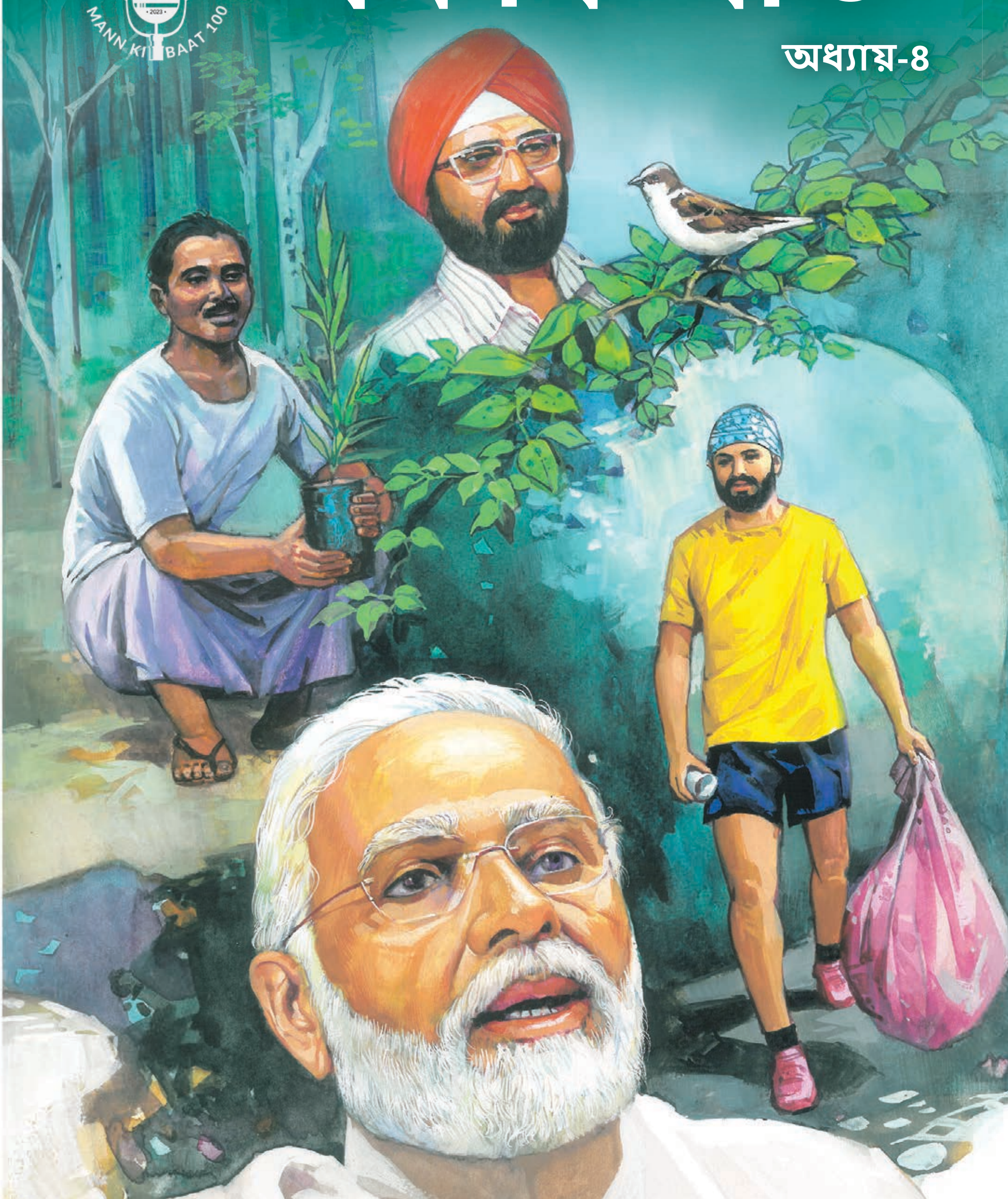

MANN KI BAAT
VOL.8

Authors
Sarda Mohan and Tanushree Banerji

Illustrations and Cover Art
Dilip Kadam

Assistant Artist
Ravindra Mokate

Production
Amar Chitra Katha

Colourists
Prakash Sivan, Prajeesh V. P. and Periasamy Samikannu

Flat Colourists
Vineesh S. Sreedharan and Srinath Malolan M.

Layout Artist
Akshay Khadilkar

Published by
Amar Chitra Katha Pvt. Ltd

BENGALI

ISBN – 978-93-6127-434-3

Amar Chitra Katha Pvt. Ltd, January 2024

© Ministry of Culture, Govt of India, January 2024
All rights reserved. This book is sold subject to the condition that the publication may not be reproduced, stored in a retrieval system (including but not limited to computers, disks, external drives, electronic or digital devices, e-readers, websites), or transmitted in any form or by any means (including but not limited to cyclostyling, photocopying, docutech or other reprographic reproductions, mechanical, recording, electronic, digital versions) without the prior written permission of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

You can now get ACK stories as part of your classroom with **ACK Learn**, a unique learning platform that brings these stories to your school with a range of workshops. Find out more at **www.acklearn.com** or write to us at **acklearn@ack-media.com**.

প্রিয় শিশুরা,
বলা হয় যে ভারত বৈচিত্র্যের দেশ এবং এটি সর্বৈব সত্য। আমরা বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষ নিয়ে গঠিত হলেও আমরা একে অপরের সাথে সংযুক্ত। আমাদের সকলকে যেগুলি সংযুক্ত করে তা হল আমাদের মূল্যবোধ, আমাদের ধারণা এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি।

তোমরা সবাই জানো যে প্রাকৃতিক সম্পদ সর্বত্রই দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ছে। বন কমে যাচ্ছে এবং জলাশয় শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে এমন কিছু মানুষ আছেন যাদের 'সমস্যা-সমাধানকারী' মনোভাব রয়েছে। তারা এই সমস্ত সমস্যা নিয়ে ভেবেছেন, সমাধানের কথা চিন্তা করেছেন এবং তারপর তা বাস্তবায়নের সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। এটি করে, তারা তাদের নিজেদের জীবন, তাদের প্রতিবেশীদের জীবন এমনকি পশু এবং পাখিদের জীবনও উন্নত করতে সমর্থ হয়েছেন।

আসামের যাদব পায়েং সম্পর্কে তোমাদের বলতে পেরে আমি গর্বিত বোধ করছি, যিনি নিজেই একটি জঙ্গল তৈরি করেছিলেন। এমন এক জঙ্গল যেখানে আজ বাঘ আর গণ্ডার বাস করছে।

আসাম ছাড়াও, কেরালার রফি রামনাথও একটি ছোট বন তৈরি করেছেন। এছাড়াও ওড়িশার অমরেশ সামন্ত, কর্ণাটকের সুরেশ কুমার এবং উত্তরাখণ্ডের জগদীশ কুনিয়ালও গাছ লাগিয়ে সমস্যার সমাধান করেছেন।

মিজোরামের লোকেরা তাদের মূল্যবান নদী চিতে লুই পরিষ্কার করেছেন; তারপর সেখান থেকে সরিয়ে ফেলা প্লাস্টিক দিয়ে রাস্তা তৈরি করেছেন! দেশের অন্য প্রান্তে, তামিলনাড়ুর মহিলারা তাদের শুকিয়ে যাওয়া নাগানদী নামক নদীকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন।

সুতরাং তোমরা দেখো, তুমি কোথায় থাকো সেটা কোন ব্যাপার নয়। তুমি যদি নিজের মধ্যে একটি 'সমস্যা-সমাধানকারী' মনোভাব গড়ে তুলতে পারো তবে তুমি যে কোনও জায়গায় পার্থক্য তৈরি করতে সক্ষম হবে।

সূচীপত্র

1	অমরেশ সামন্ত	3
2	ইন্দ্রপাল সিং বাত্রা	6
3	যাদব পায়েং	9
4	জগদীশ চন্দ্র কুনিয়াল	12
5	রফি রমানাথ	15
6	রিপু দমন বেভলি	18
7	নাগনদী নদী	21
8	সাঙ্গে শেরপা	23
9	চিটু লুই সংরক্ষণ	26
10	সুরেশ কুমার	28
11	তুলসী রাম যাদব	31

অমরেশ সামন্ত

শিক্ষার্থীরা পরিবেশবিদদের সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের উপর একটি বিশেষ ক্লাস করছিল।
স্যার, এটা কি সত্যি যে আপনি নিজেই একটা বন তৈরি করেছেন?
এখনও নয়, তবে আমি আরও কয়েকজনের সাথে এই বিষয় নিয়ে কাজ করছি।
কিন্তু কেন স্যার? এটিতো কৃষিকাজ নয়। আপনি এর থেকে কোন খাদ্যও পাবেন না।
বন তৈরির অনেক সুবিধা রয়েছে। এটি দূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে। এটি বায়ু পরিষ্কার করতে, বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিকে ঝড় এবং বন্যা থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করে।
ক্রমবর্ধমান দূষণের পরিপ্রেক্ষিতে বনায়ন এখন সময়ের প্রয়োজন। সৌভাগ্যবশত, বন তৈরি করার জন্য কিছু মানুষ এখনো আছে। এমনই একজন হলেন ওড়িশার অমরেশ সামন্ত।
আজ আমি তোমাদের তার গল্প বলব।
অমরেশ সামন্ত ওডিশার উপকূলীয় অঞ্চলের বিলওয়ালি নামে একটি গ্রামে বড় হয়ে ওঠেন।
আরেকটি ঘূর্ণিঝড় আমাদের গ্রামে আঘাত করতে যাচ্ছে। আশা করি আমাদের ঘরটি নিরাপদ থাকবে।
ঘূর্ণিঝড় যাতে এত ধ্বংসযজ্ঞ না করে, সেজন্য আমাদের কিছু করতে হবে।
অমরেশ একজন ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার হলেও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধের চিন্তা সবসময়ই তার ভিতরে ছিল।
আমি পড়েছি যে নদীর তীরে গাছ লাগানো হলে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব কমাতে সাহায্য করে। তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?
অবশ্যই। আরও বন্ধুদের এই কাজে যুক্ত করব।

কিছু স্বেচ্ছাসেবককে সাথে নিয়ে, আমরেশ 1995 সালে নদীর তীরে সারি সারি গাছ লাগানো শুরু করেন।
আসুন আমরা লেকের পাড়েও গাছ লাগাই।
এছাড়াও আশেপাশের রাস্তা এবং কিছু পাবলিক প্লেসেও।
এই কয়েক বছরে, আমরেশ এবং তার দল জগৎসিংহপুর জেলায় বেশ কয়েকটি বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনা করেন।

কিন্তু যখন ওড়িশায় ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানলো-
গাছগুলো সব উপড়ে গেছে।
ঘরবাড়ি ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি একটুকুও কমেনি।

অমরেশ সমাধান খুঁজতে বেশ কয়েক বছর কাটিয়ে দিলেন। 2015 সালে -
গ্রাম্য জঙ্গল* হল একমাত্র উপায়। মাইক্রোফরেস্ট তৈরির জন্য আমাদের গাছের গুচ্ছ রোপণ করতে হবে। এতে মাটির ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ হবে এবং ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার প্রভাব কমবে।
কিন্তু তার জন্য জমি কোথায়?

অমরেশ এবং তার দল গ্রামবাসীদের কিছু জমি দান করার কথা বলতে শুরু করেন।
আমরা বিনামূল্যে আপনাদের কেন জমি দেব?
আমরা খাদ্যের জন্য ফসল ফলাতে এটির আরও ভাল ব্যবহার করতে পারি।
বেশিরভাগ গ্রামবাসী তাদের এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন।

*গ্রামীণ বন

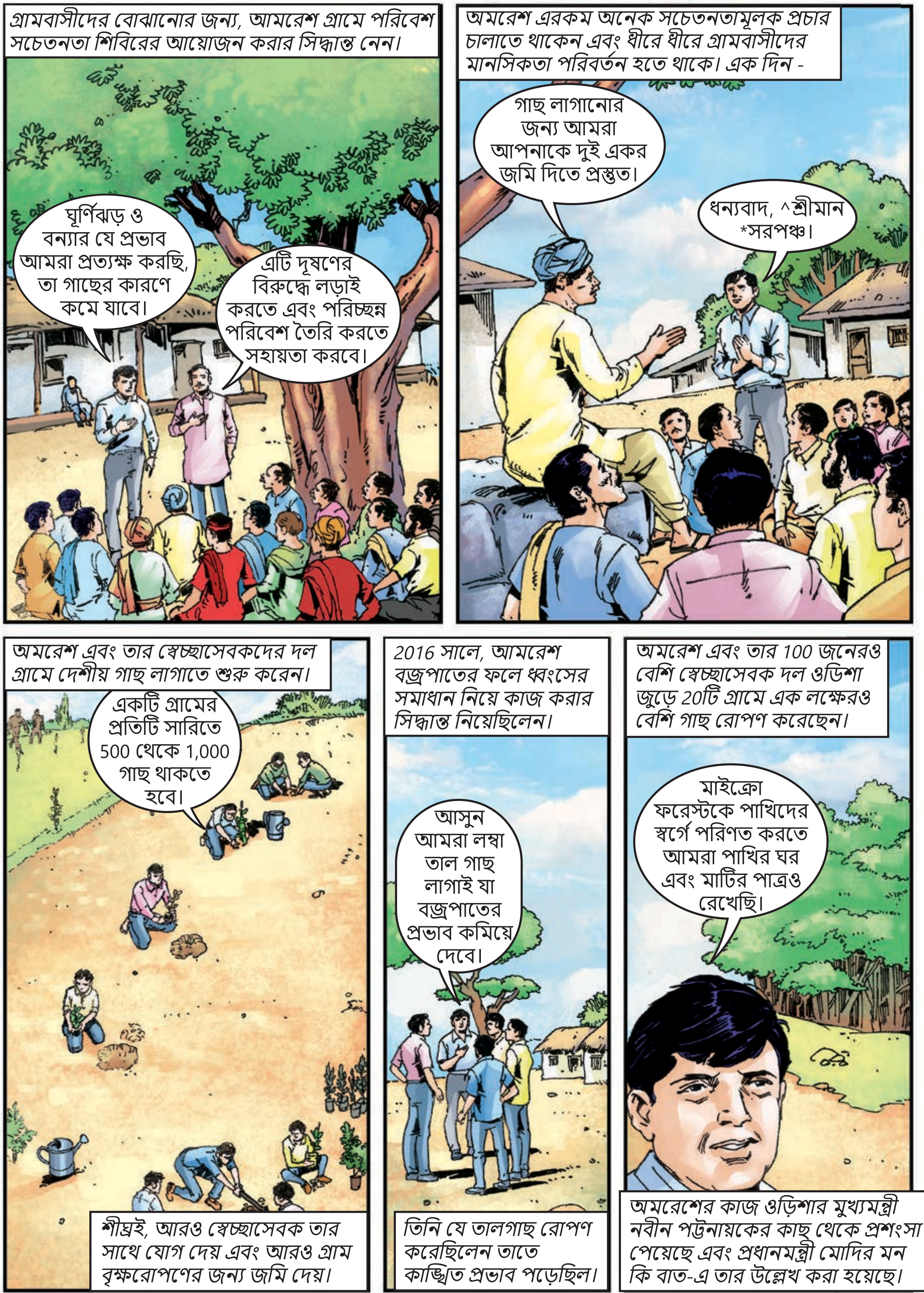

*গ্রাম প্রধান

^সম্মানীয় সম্বোধন

ইন্দ্রপাল সিং বাত্রা

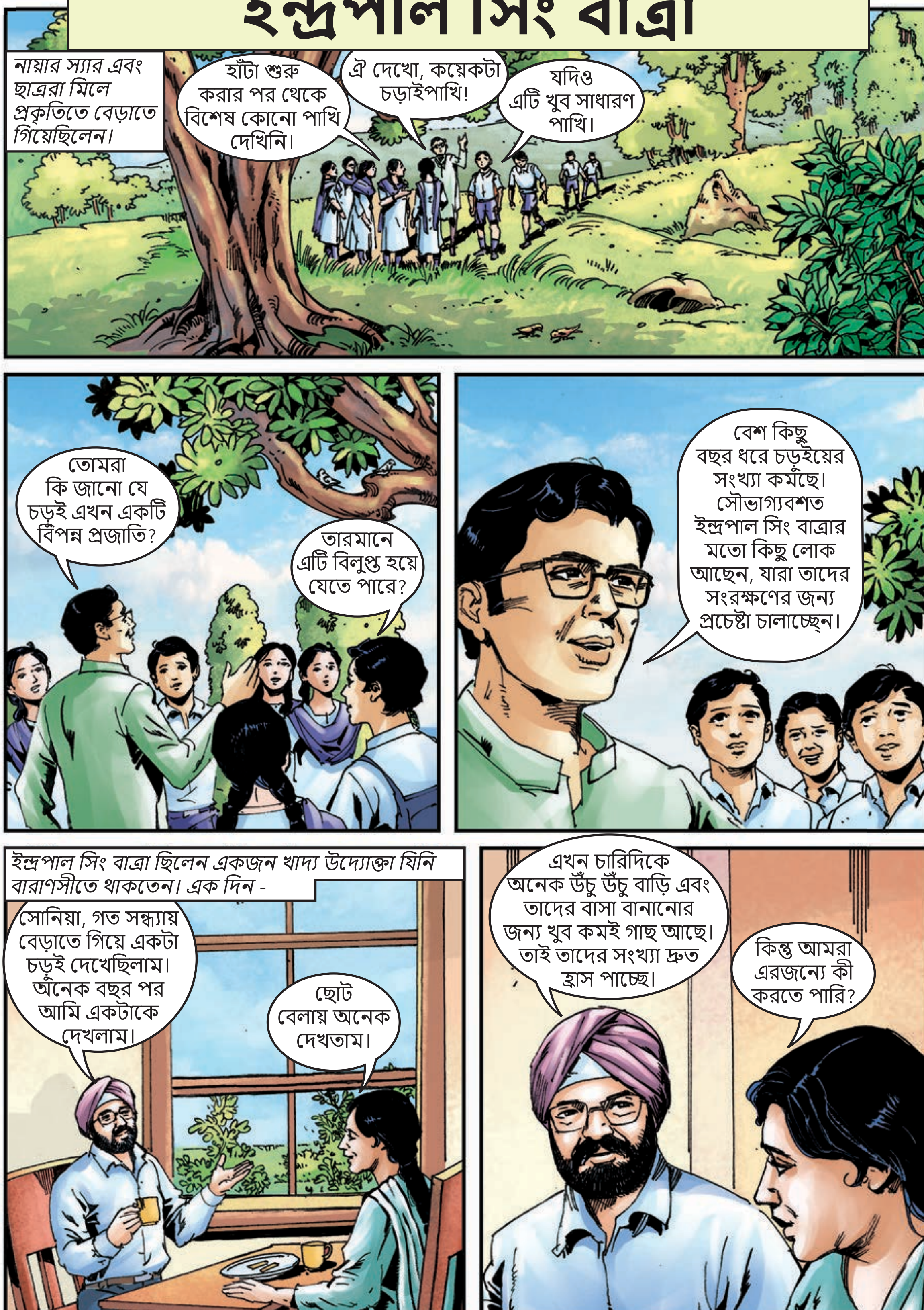
নায়ার স্যার এবং ছাত্ররা মিলে প্রকৃতিতে বেড়াতে গিয়েছিলেন।
হাঁটা শুরু করার পর থেকে বিশেষ কোনো পাখি দেখিনি।
ঐ দেখো, কয়েকটা চড়াইপাখি!
যদিও এটি খুব সাধারণ পাখি।
তোমরা কি জানো যে চড়ুই এখন একটি বিপন্ন প্রজাতি?
তারমানে এটি বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে?
বেশ কিছু বছর ধরে চড়ুইয়ের সংখ্যা কমছে। সৌভাগ্যবশত ইন্দ্রপাল সিং বাত্রার মতো কিছু লোক আছেন, যারা তাদের সংরক্ষণের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।
ইন্দ্রপাল সিং বাত্রা ছিলেন একজন খাদ্য উদ্যোক্তা যিনি বারাণসীতে থাকতেন। এক দিন -
সোনিয়া, গত সন্ধ্যায় বেড়াতে গিয়ে একটা চড়ুই দেখেছিলাম। অনেক বছর পর আমি একটাকে দেখলাম।
ছোট বেলায় অনেক দেখতাম।
এখন চারিদিকে অনেক উঁচু উঁচু বাড়ি এবং তাদের বাসা বানানোর জন্য খুব কমই গাছ আছে। তাই তাদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে।
কিন্তু আমরা এরজন্যে কী করতে পারি?

ইন্দ্রপাল চড়ুইদের জন্য শস্য ও বীজ ছড়াতে লাগলেন। শীঘ্রই -
দেখো, কয়েকটা চড়ুই খেতে এসেছে। আমি আশা করি তারা আরও আসতে থাকবে।
কয়েক সপ্তাহ পরে, ইন্দ্রপালের একটি ভাবনা এল -
আমি এই পাত্রে একটি গর্ত করেছি এবং এটিতে খড় ভরে দিয়েছি। আমি এটিকে আমাদের বাড়ির বাইরে ঝুলিয়ে রাখব, এবং আশা করি চড়ুইরা এটিকে তাদের বাসা হিসেবে ব্যবহার করবে।
শীঘ্রই-
দেখো, তোমার ধারণা কাজ করেছে।
আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি! আমি আরও হাঁড়ি আনবো এবং চড়ুইদের জন্য আরও অনেক বাসা তৈরি করব।
ইন্দ্রপাল মাটির বেশ কিছু বাসা তৈরি করে বাড়ির ভিতরে ও বাইরে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন।
আমাদের বাড়িটা এখন এক অনন্য রূপ ধারণ করেছে।
এমনই হবে, এবং আমাদের চারপাশে যখন চড়াইপাখিতে ভরে যাবে তখন আরও অনন্য লাগবে।

ইন্দ্রপাল নিয়মিত চড়ুইদের জন্য খাবার ও জল রাখতেন এবং বছরের পর বছর ধরে অনেক চড়ুই তার বাড়িতে নিজেদের বাড়ি বানিয়েছিল।
দেখো, বাবা, ও আমার হাতের উপর এসে বসেছে।
এখন ওরা অনেক হয়ে গেছে, অমৃতা। কী দারুণ ব্যাপার না?
আরও পাখি যাতে বাসা বাঁধতে পারে তার জন্য ইন্দ্রপাল তার আশেপাশের এলাকায় গাছ লাগাতে শুরু করেন।
কয়েক বছর ধরে তিনি শত শত গাছ লাগিয়েছেন।
ইন্দ্রপালের বাড়ির রূপান্তর দেখে তাঁর কিছু প্রতিবেশী অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন।
ইন্দ্রপাল, আপনি যা করছেন তা আশ্চর্যজনক। পাখির সংখ্যা অনেক বেড়েছে!
আমরাও চড়ুইদের সংরক্ষণে সাহায্য করতে চাই।
পাখিদের জন্য নিয়মিত খাবার এবং জল রাখুন, তাহলে তারা অবশ্যই আপনার বাড়ির আশেপাশে থাকতে আসবে।
ইন্দ্রপাল 15 বছরেরও বেশি সময় ধরে চড়ুইদের খাওয়াচ্ছেন। আজ, তার বাড়িতে 100 টিরও বেশি বাসা রয়েছে এবং সেখানে প্রায় 2,500 চড়ুই বাস করে।
চড়ুই সংরক্ষণের প্রতি ইন্দ্রপালের কাজ অন্য অনেককে অনুপ্রাণিত করেছে। মন কি বাত-এ আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছ থেকেও তাঁর প্রচেষ্টা প্রশংসা পেয়েছে।

যাদব পায়েং

স্কুলের বাগানে-
ওহ না! আমরা যে নতুন চারাগাছগুলো লাগিয়েছিলাম সব শুকিয়ে গেছে।
ছুটির এক সপ্তাহ আগে তো সব ভালোই ছিল।
কারণ শুধু গাছ লাগানোই যথেষ্ট নয়। তোমাকে তাদের যত্নও নিতে হবে। আসামের যাদব পায়েং-এর মতো, যিনি এককভাবে পুরো জঙ্গল গড়ে তুলেছিলেন, এবং তাও বালির স্তূপে!
মিসিং উপজাতির যাদব মোলাই পায়েং, বাস করেন মাজৌলিতে - যেটি বিশ্বের বৃহত্তম নদী দ্বীপগুলির মধ্যে একটি।
1979 সালের এক গরমের বিকেলে, যাদবের বয়স যখন 16 বছর, তিনি এমন কিছু দেখেছিলেন যা তার জীবনকে চিরতরে বদলে দিয়েছিল।
এতগুলো সাপ! আর সব মৃত!
বালিটা ওদের জন্য খুবই গরম হয়ে গেছে এবং কোন ছায়াও নেই।

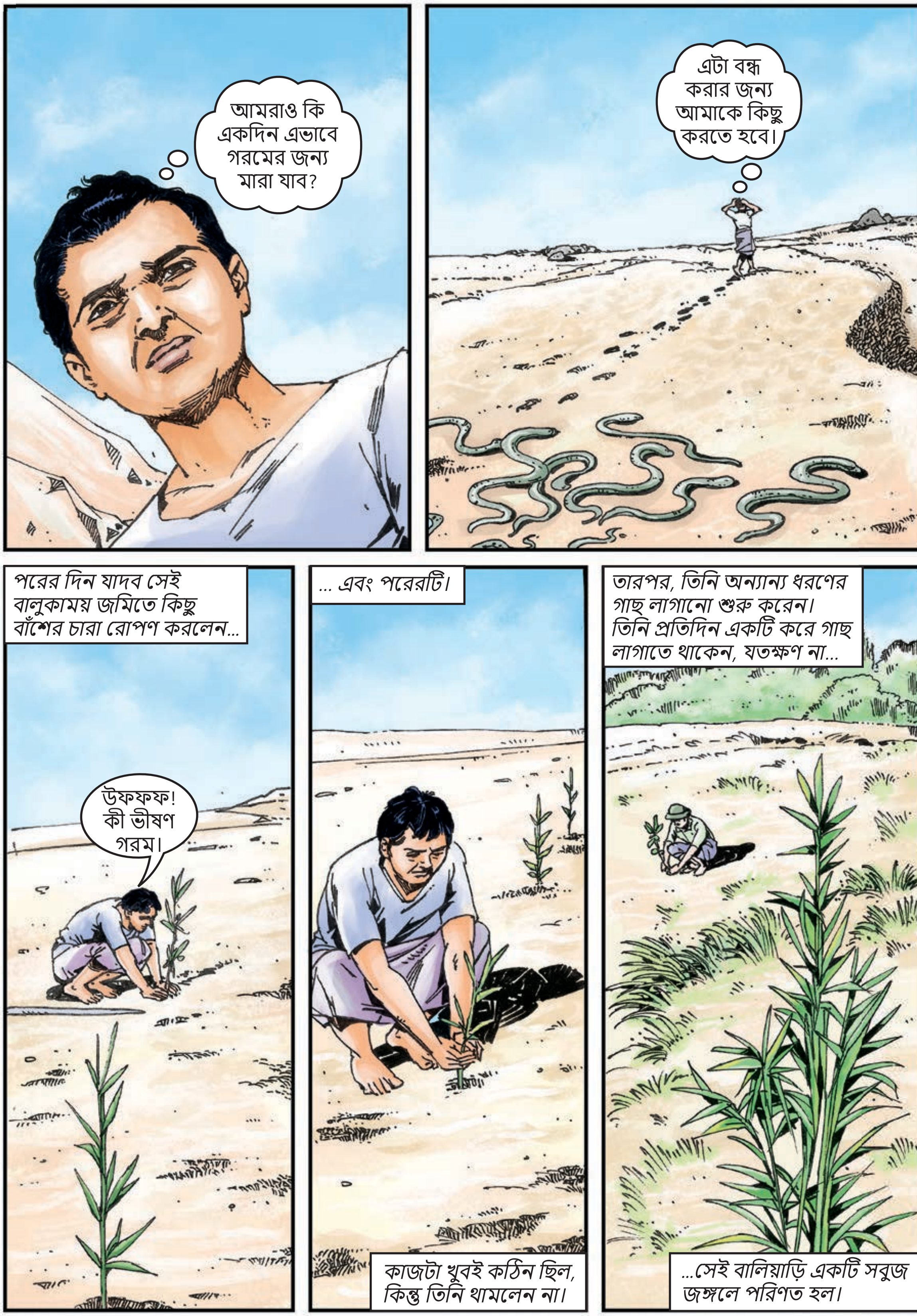
আমরাও কি একদিন এভাবে গরমের জন্য মারা যাব?
এটা বন্ধ করার জন্য আমাকে কিছু করতে হবে।
পরের দিন যাদব সেই বালুকাময় জমিতে কিছু বাঁশের চারা রোপণ করলেন...
উফফফ! কী ভীষণ গরম।
... এবং পরেরটি।
কাজটা খুবই কঠিন ছিল, কিন্তু তিনি থামলেন না।
তারপর, তিনি অন্যান্য ধরণের গাছ লাগানো শুরু করেন। তিনি প্রতিদিন একটি করে গাছ লাগাতে থাকেন, যতক্ষণ না...
...সেই বালিয়াড়ি একটি সবুজ জঙ্গলে পরিণত হল।

40 বছরেরও বেশি সময় পরে, তার নামানুসারে সেই বালিয়াড়িটির নামকরণ করা হয়েছিল মোলাই বন। হাতি, বাঘ, গণ্ডারসহ হরেক রকমের পাখিও এখন সেখানে বাসা বেঁধেছে।
যাদবের জীবনের উপর বই, ফিল্ম এবং ডকুমেন্টারি আছে। যাদব, 'দ্য ফরেস্ট ম্যান অফ ইন্ডিয়া' নামে পরিচিত। 2015 সালে তাকে পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।
আজও, যাদব প্রতিদিন ভোর ৪.৩০-তে ঘুম থেকে উঠে তার বনের যত্ন নিতে যান।
আমি একা এই জঙ্গল তৈরি করিনি। আমি শুধু গাছ লাগিয়েছি। গাছে বীজ হওয়ার পর, বাতাস জানে কীভাবে সেগুলি ছড়াতে হয়, পাখিরা জানে কীভাবে সেগুলি বপন করতে হয়, পশুরাও জানে, এমনকি ব্রহ্মপুত্রও জানে। পুরো বাস্তুতন্ত্র জানে।
যাদব প্রকৃতির ভাষা বুঝতে পেরেছেন এবং তার সাথে এক হতে পেরেছেন।

জগদীশ চন্দ্র কুনিয়াল

*বৃষ্টির জলের পাহাড়ি স্রোত

^ 1970 এর দশকে একটি পরিবেশগত আন্দোলন যখন মানুষ গাছ কাটা থেকে বাঁচানোর জন্য গাছকে আলিঙ্গন করেছিল।

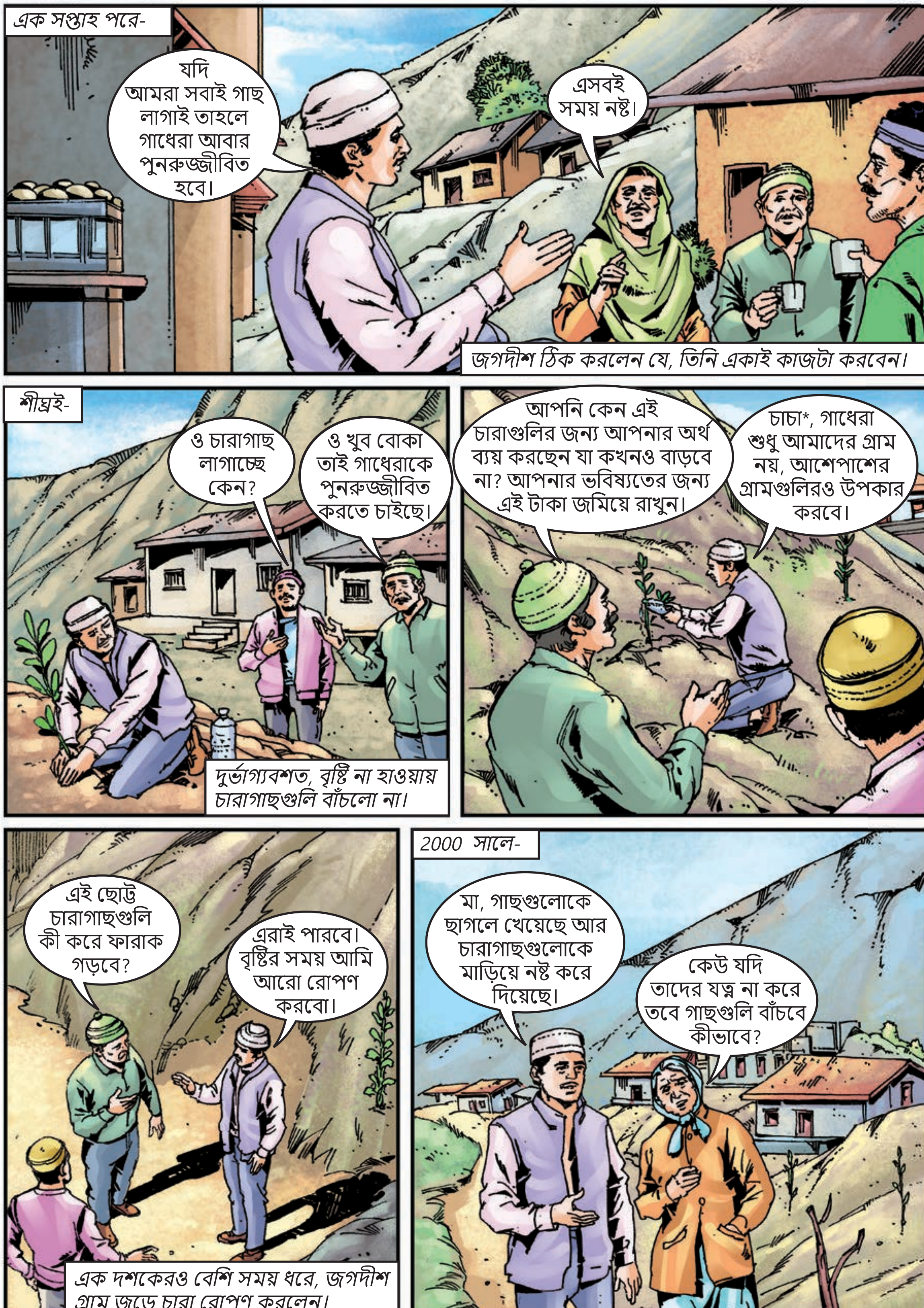
এক সপ্তাহ পরে-
যদি আমরা সবাই গাছ লাগাই তাহলে গাধেরা আবার পুনরুজ্জীবিত হবে।
এসবই সময় নষ্ট।
জগদীশ ঠিক করলেন যে, তিনি একাই কাজটা করবেন।
শীঘ্রই-
ও চারাগাছ লাগাচ্ছে কেন?
ও খুব বোকা তাই গাধেরাকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইছে।
দুর্ভাগ্যবশত, বৃষ্টি না হাওয়ায় চারাগাছগুলি বাঁচলো না।
আপনি কেন এই চারাগুলির জন্য আপনার অর্থ ব্যয় করছেন যা কখনও বাড়বে না? আপনার ভবিষ্যতের জন্য এই টাকা জমিয়ে রাখুন।
চাচা*, গাধেরা শুধু আমাদের গ্রাম নয়, আশেপাশের গ্রামগুলিরও উপকার করবে।
এই ছোট্ট চারাগাছগুলি কী করে ফারাক গড়বে?
এরাই পারবে। বৃষ্টির সময় আমি আরো রোপণ করবো।
এক দশকেরও বেশি সময় ধরে, জগদীশ গ্রাম জুড়ে চারা রোপণ করলেন।
2000 সালে-
মা, গাছগুলোকে ছাগলে খেয়েছে আর চারাগাছগুলোকে মাড়িয়ে নষ্ট করে দিয়েছে।
কেউ যদি তাদের যত্ন না করে তবে গাছগুলি বাঁচবে কীভাবে?

*হিন্দিতে কাকা

ওই বছরেই সরকার পাহাড়ি এলাকায় চা বাগান স্থাপনের পরিকল্পনা শুরু করে।
উত্তরাখণ্ড রাজ্য সরকার পার্বত্য উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে চা চাষকে উৎসাহিত করে।
আমি এটাই করতে যাচ্ছি। আমি যদি চা গাছ লাগাই এবং একজন গার্ড নিয়োগ করি তাহলে গাছ-গাছালির যত্ন নেওয়া হবে।
জগদীশ তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং বনের আয়তন বৃদ্ধি পায়।
অবশেষে, 2012 তে-
গাধেরা থেকে জল বেয়ে পড়ছে! বিশ্বাস না হলে এসে দেখে যাও সবাই।
এই দিনটার জন্য আমি বহুকাল ধরে অপেক্ষা করে ছিলাম!
তোমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে, ছেলে! এটা লজ্জাজনক যে আমরা তোমাকে বিশ্বাস করিনি।
আমাদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ। এই সুখ টাকা দিয়ে কেনার চেয়ে বেশি মূল্যবান।
জগদীশের সাফল্যে সমগ্র সিরকোট গ্রাম আনন্দে মেতে ওঠে।
গ্রামের দেড় শতাধিক পরিবার জলের জন্য এই গাধেরার ওপর নির্ভরশীল এবং আপনি তাদের জীবন বদলে দিয়েছেন। হার না মানার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
এখন গাধেরাতে যাতে জল ভরা থাকে সেইজন্য আমাদের আরো গাছ লাগাতে হবে।
30 বছরেরও বেশি সময় ধরে, জগদীশ তার গ্রামে 15,000 গাছ লাগিয়েছেন। অবশেষে -
আমরা পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে এসেছি এবং আমরা আমাদের জলের উৎসগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাই। আমরা কিভাবে শুরু করব?
চারাগাছ দিয়ে শুরু করুন এবং কাটা যাওয়া গাছ প্রতি পাঁচটি করে গাছ লাগাতে ভুলবেন না।

রফি রমানাথ

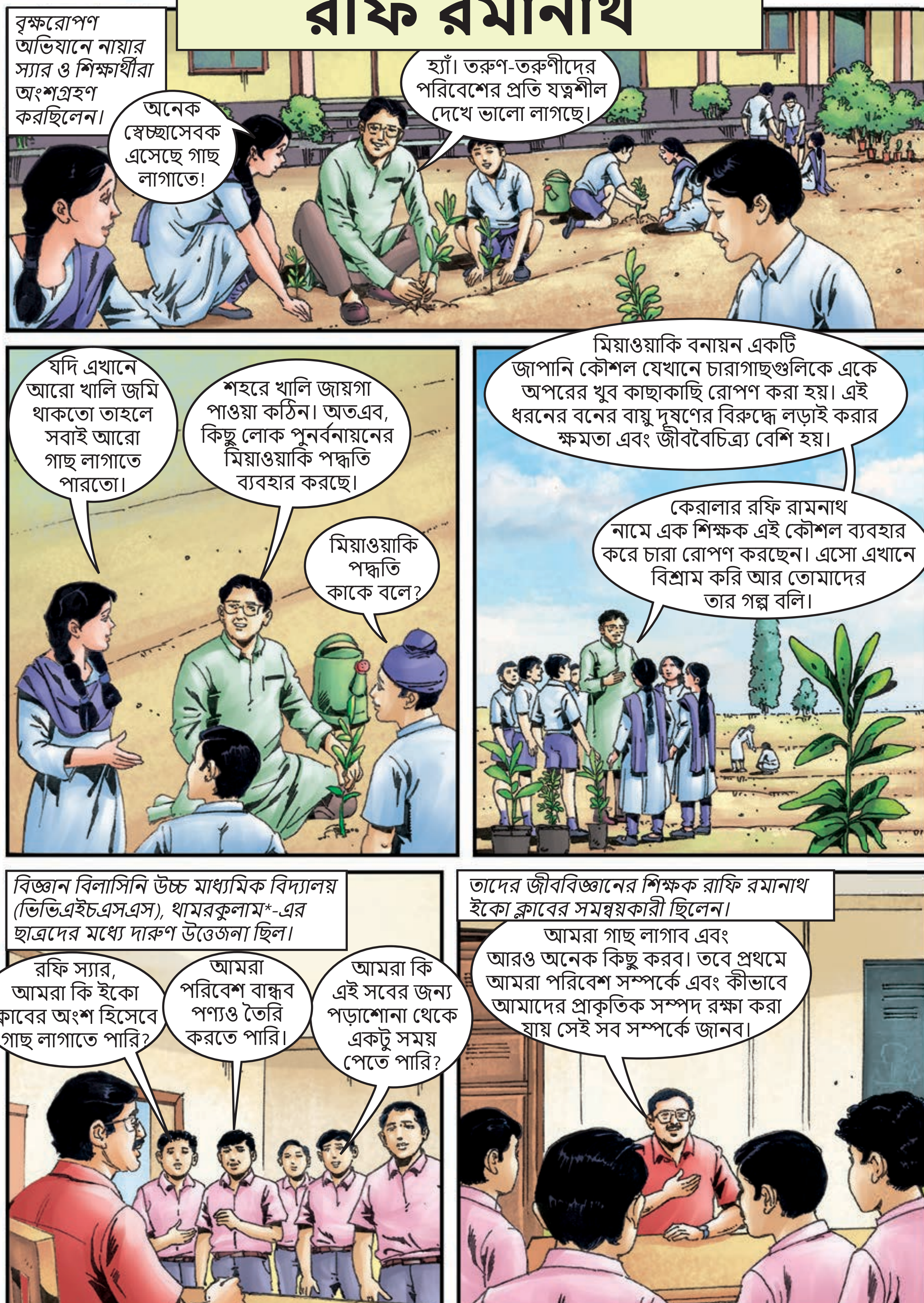

* কেরালার আলাপুজায়

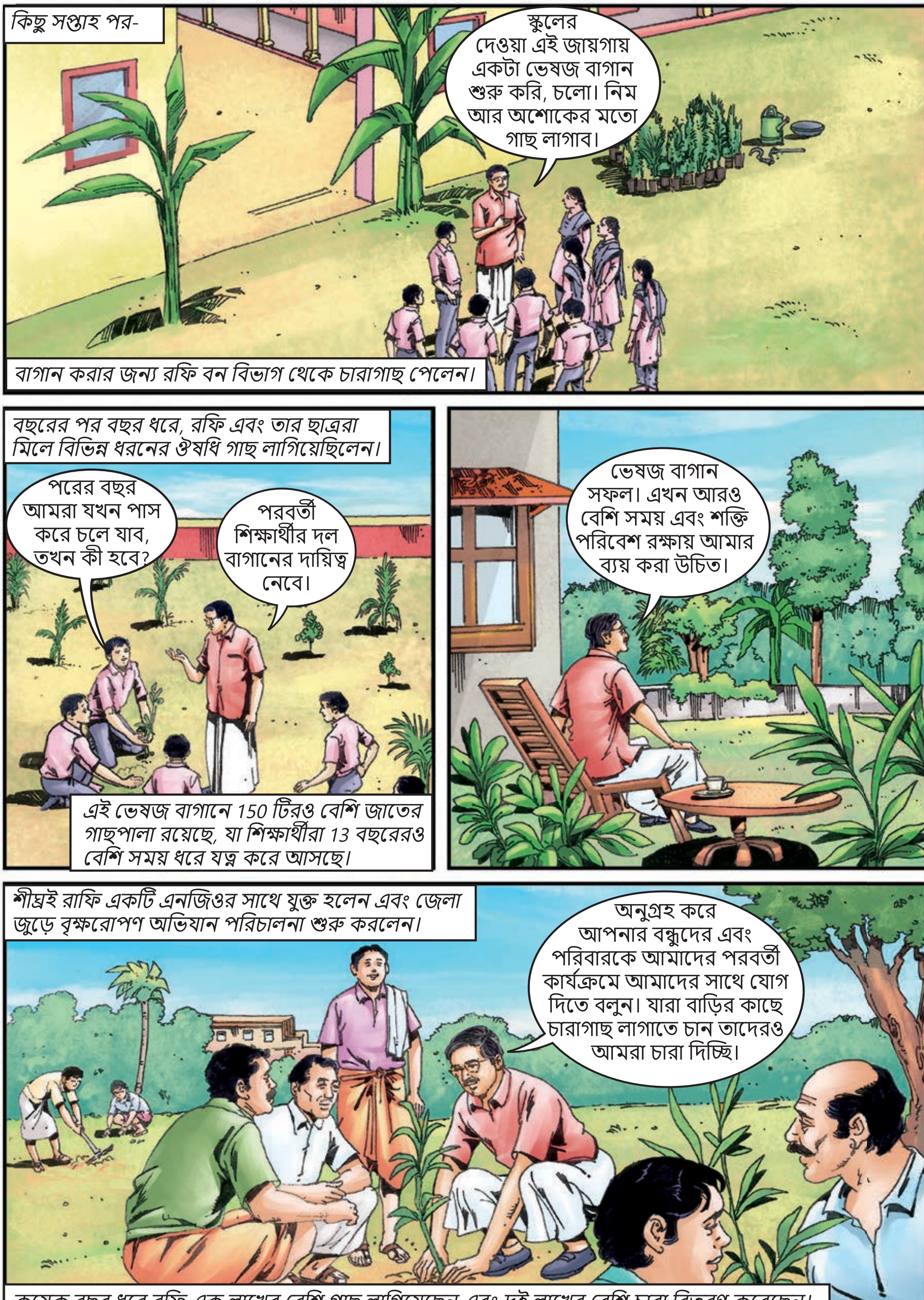
কিছু সপ্তাহ পর-
স্কুলের দেওয়া এই জায়গায় একটা ভেষজ বাগান শুরু করি, চলো। নিম আর অশোকের মতো গাছ লাগাব।
বাগান করার জন্য রফি বন বিভাগ থেকে চারাগাছ পেলেন।
বছরের পর বছর ধরে, রফি এবং তার ছাত্ররা মিলে বিভিন্ন ধরনের ঔষধি গাছ লাগিয়েছিলেন।
পরের বছর আমরা যখন পাস করে চলে যাব, তখন কী হবে?
পরবর্তী শিক্ষার্থীর দল বাগানের দায়িত্ব নেবে।
এই ভেষজ বাগানে 150 টিরও বেশি জাতের গাছপালা রয়েছে, যা শিক্ষার্থীরা 13 বছরেরও বেশি সময় ধরে যত্ন করে আসছে।
ভেষজ বাগান সফল। এখন আরও বেশি সময় এবং শক্তি পরিবেশ রক্ষায় আমার ব্যয় করা উচিত।
শীঘ্রই রাফি একটি এনজিওর সাথে যুক্ত হলেন এবং জেলা জুড়ে বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনা শুরু করলেন।
অনুগ্রহ করে আপনার বন্ধুদের এবং পরিবারকে আমাদের পরবর্তী কার্যক্রমে আমাদের সাথে যোগ দিতে বলুন। যারা বাড়ির কাছে চারাগাছ লাগাতে চান তাদেরও আমরা চারা দিচ্ছি।
কয়েক বছর ধরে রফি এক লাখের বেশি গাছ লাগিয়েছেন এবং দুই লাখের বেশি চারা বিতরণ করেছেন।

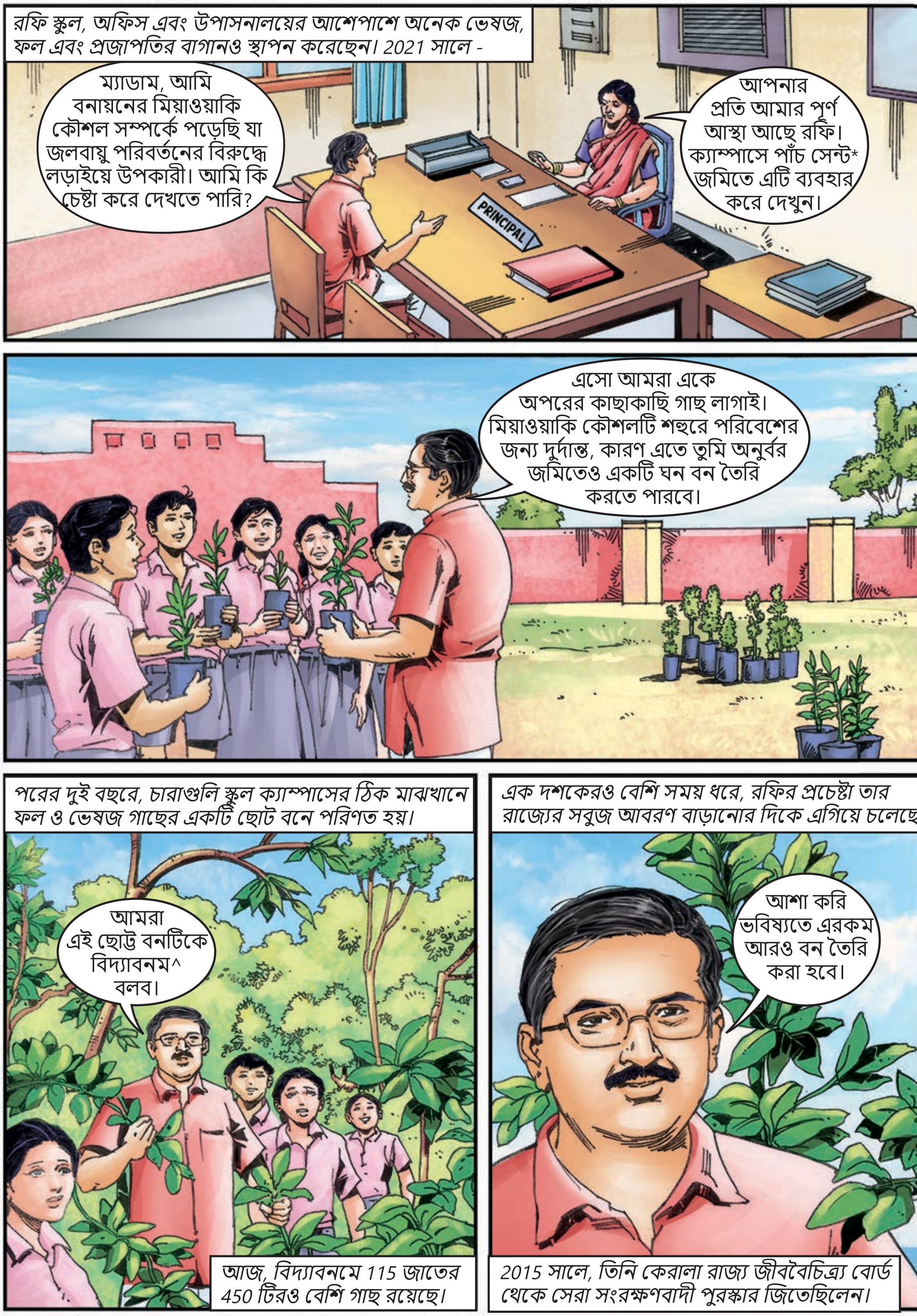

*2168 বর্গ ফুট

^জ্ঞানের বন

রিপু দমন বেভলি

দিল্লির দূষণ ভয়ঙ্কর মাত্রা ছুঁয়েছে। আশা করি তোমরা স্কুলে আসার সময় মাস্ক পরে থাকো।
হ্যাঁ, স্যার। দিন দিন অবস্থা আরো খারাপ হচ্ছে।
এটি আমাকে রিপু দমন বেভলির কথা মনে করিয়ে দেয় যিনি এক অনন্য উপায়ে দূষণের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।
রিপু দমন বেভলি তার মা রণবীর কৌর এবং তার ছোট বোন জেসমিনের সাথে দিল্লিতে বড় হয়েছেন।
মাত্র ছয় বছর বয়স হওয়া সত্ত্বেও রিপু জেসমিনের কত দেখাশোনা করে।
রণবীর আরও লক্ষ্য করেছেন যে খেলাধুলায় বিশেষ করে ক্রিকেটে রিপুর গভীর আগ্রহ।
আগামী কয়েক বছরে রিপু রাজ্য স্তরে ক্রিকেট খেলবে।
আমাকে আমার খেলার আরো উন্নতি করতে হবে। আমি একদিন ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে চাই।

* সাইনাসের আস্তরণকারী টিস্যুর প্রদাহ
^প্লগিং আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা

প্লকা আপ' সুইডিশ ভাষায় যার অর্থ 'পিক আপ' এবং 'জগিং'এর সংমিশ্রণ হল **প্লগিং।

*যারা আবর্জনা ফেলে
^যারা পরিষ্কার করে

**উপবাস
^^যাত্রা

নাগনদী নদী

*তামিলনাড়ুর ভেলোর জেলার একটি গ্রাম

^ঐতিহ্যবাহী রিচার্জ কূপ

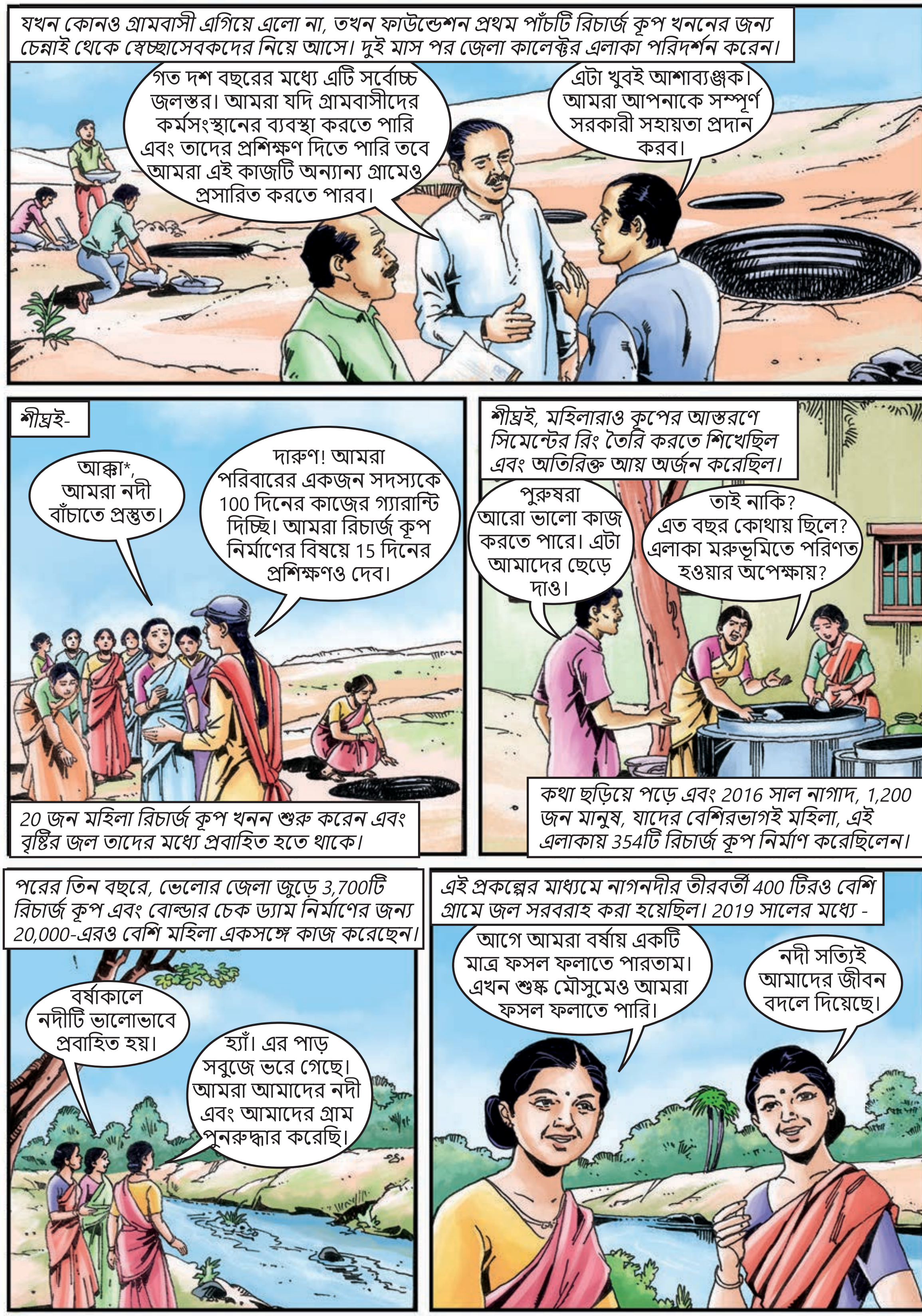
যখন কোনও গ্রামবাসী এগিয়ে এলো না, তখন ফাউন্ডেশন প্রথম পাঁচটি রিচার্জ কূপ খননের জন্য চেন্নাই থেকে স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে আসে। দুই মাস পর জেলা কালেক্টর এলাকা পরিদর্শন করেন।
গত দশ বছরের মধ্যে এটি সর্বোচ্চ জলস্তর। আমরা যদি গ্রামবাসীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারি এবং তাদের প্রশিক্ষণ দিতে পারি তবে আমরা এই কাজটি অন্যান্য গ্রামেও প্রসারিত করতে পারব।
এটা খুবই আশাব্যঞ্জক। আমরা আপনাকে সম্পূর্ণ সরকারী সহায়তা প্রদান করব।
শীঘ্রই-
আক্কা*, আমরা নদী বাঁচাতে প্রস্তুত।
দারুণ! আমরা পরিবারের একজন সদস্যকে 100 দিনের কাজের গ্যারান্টি দিচ্ছি। আমরা রিচার্জ কূপ নির্মাণের বিষয়ে 15 দিনের প্রশিক্ষণও দেব।
20 জন মহিলা রিচার্জ কূপ খনন শুরু করেন এবং বৃষ্টির জল তাদের মধ্যে প্রবাহিত হতে থাকে।
শীঘ্রই, মহিলারাও কূপের আস্তরণে সিমেন্টের রিং তৈরি করতে শিখেছিল এবং অতিরিক্ত আয় অর্জন করেছিল।
পুরুষরা আরো ভালো কাজ করতে পারে। এটা আমাদের ছেড়ে দাও।
তাই নাকি? এত বছর কোথায় ছিলে? এলাকা মরুভূমিতে পরিণত হওয়ার অপেক্ষায়?
কথা ছড়িয়ে পড়ে এবং 2016 সাল নাগাদ, 1,200 জন মানুষ, যাদের বেশিরভাগই মহিলা, এই এলাকায় 354টি রিচার্জ কূপ নির্মাণ করেছিলেন।
পরের তিন বছরে, ভেলোর জেলা জুড়ে 3,700টি রিচার্জ কূপ এবং বোল্ডার চেক ড্যাম নির্মাণের জন্য 20,000-এরও বেশি মহিলা একসঙ্গে কাজ করেছেন।
বর্ষাকালে নদীটি ভালোভাবে প্রবাহিত হয়।
হ্যাঁ। এর পাড় সবুজে ভরে গেছে। আমরা আমাদের নদী এবং আমাদের গ্রাম পুনরুদ্ধার করেছি।
এই প্রকল্পের মাধ্যমে নাগনদীর তীরবর্তী 400 টিরও বেশি গ্রামে জল সরবরাহ করা হয়েছিল। 2019 সালের মধ্যে -
আগে আমরা বর্ষায় একটি মাত্র ফসল ফলাতে পারতাম। এখন শুষ্ক মৌসুমেও আমরা ফসল ফলাতে পারি।
নদী সত্যিই আমাদের জীবন বদলে দিয়েছে।

*তামিল ভাষায় বোন।

সাঙ্গে শেরপা

*সিকিমের একটি গ্রাম

^Tso মানে 'লেক', mgo মানে 'মাথা'

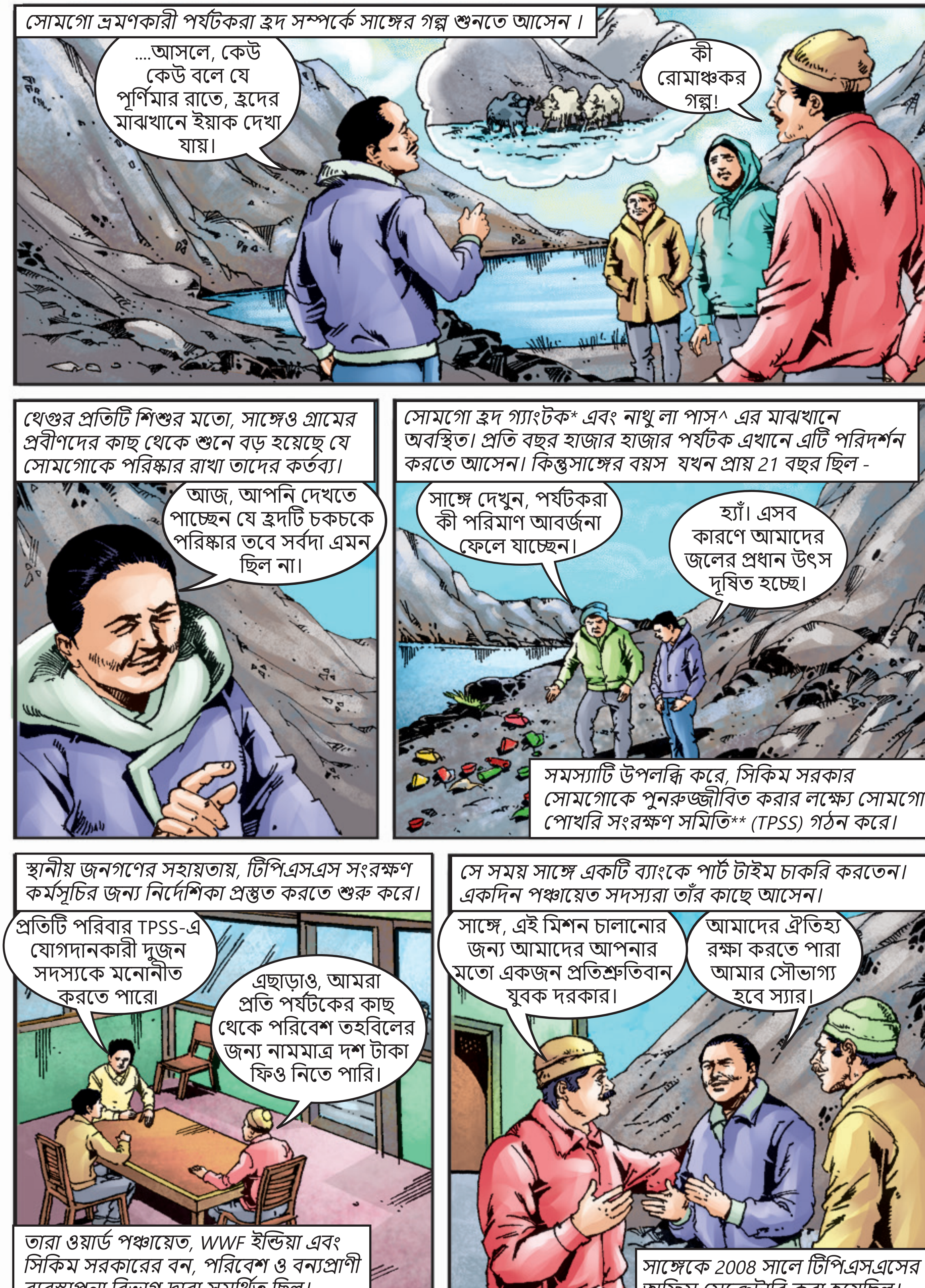

*সিকিমের রাজধানী
^সিকিম এবং তিব্বতের মধ্যে একটি পার্বত্য গিরিপথ

** সোমগো লেক সংরক্ষণ কমিটি
^^প্রকৃতির জন্য বিশ্বব্যাপী তহবিল

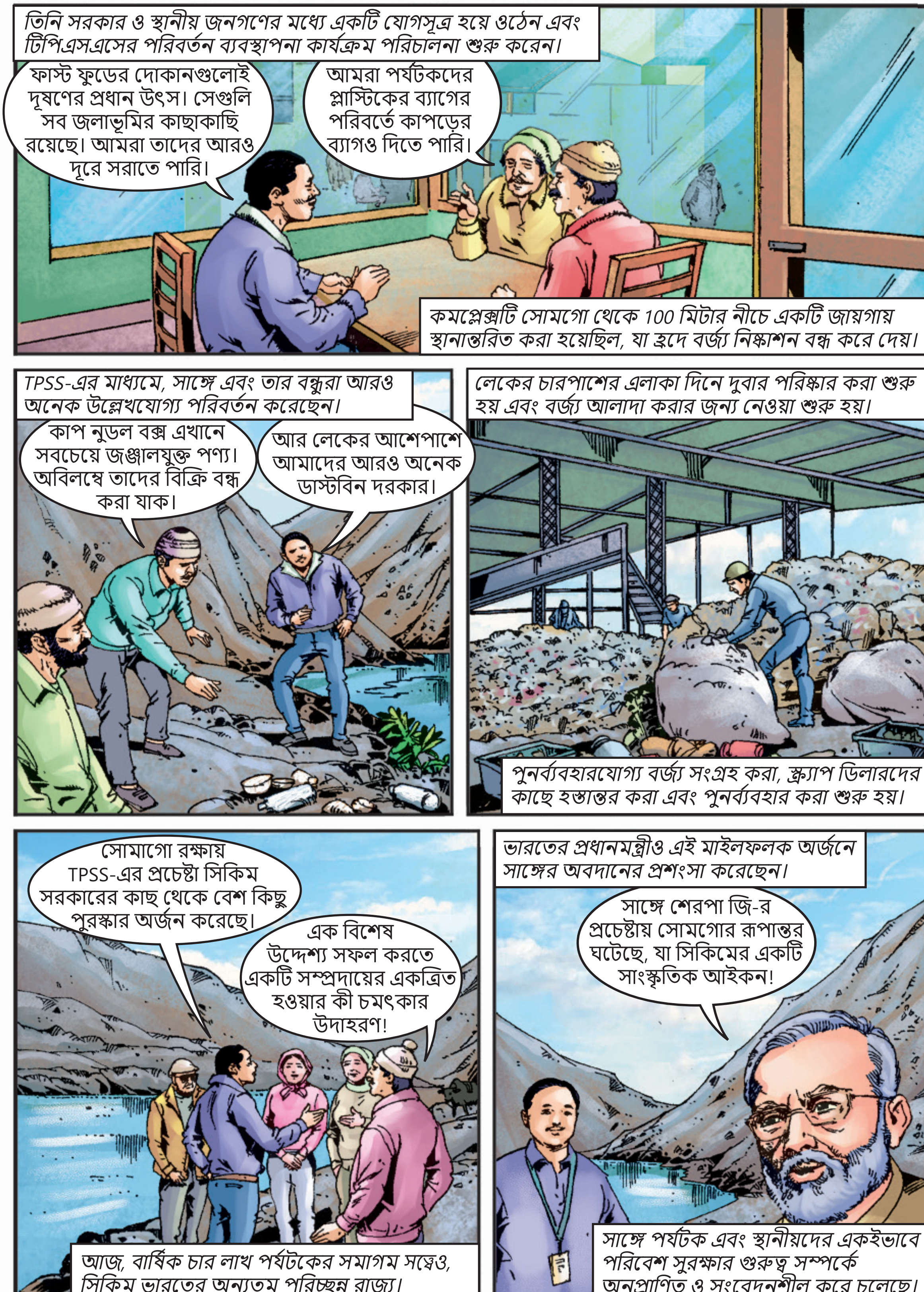
তিনি সরকার ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে একটি যোগসূত্র হয়ে ওঠেন এবং টিপিএসএসের পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করেন।
ফাস্ট ফুডের দোকানগুলোই দূষণের প্রধান উৎস। সেগুলি সব জলাভূমির কাছাকাছি রয়েছে। আমরা তাদের আরও দূরে সরাতে পারি।
আমরা পর্যটকদের প্লাস্টিকের ব্যাগের পরিবর্তে কাপড়ের ব্যাগও দিতে পারি।
কমপ্লেক্সটি সোমগো থেকে 100 মিটার নীচে একটি জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, যা হ্রদে বর্জ্য নিষ্কাশন বন্ধ করে দেয়।
TPSS-এর মাধ্যমে, সাঙ্গে এবং তার বন্ধুরা আরও অনেক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করেছেন।
কাপ নুডল বক্স এখানে সবচেয়ে জঞ্জালযুক্ত পণ্য। অবিলম্বে তাদের বিক্রি বন্ধ করা যাক।
আর লেকের আশেপাশে আমাদের আরও অনেক ডাস্টবিন দরকার।
লেকের চারপাশের এলাকা দিনে দুবার পরিষ্কার করা শুরু হয় এবং বর্জ্য আলাদা করার জন্য নেওয়া শুরু হয়।
পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্য সংগ্রহ করা, স্ক্র্যাপ ডিলারদের কাছে হস্তান্তর করা এবং পুনর্ব্যবহার করা শুরু হয়।
সোমাগো রক্ষায় TPSS-এর প্রচেষ্টা সিকিম সরকারের কাছ থেকে বেশ কিছু পুরস্কার অর্জন করেছে।
এক বিশেষ উদ্দেশ্য সফল করতে একটি সম্প্রদায়ের একত্রিত হওয়ার কী চমৎকার উদাহরণ!
আজ, বার্ষিক চার লাখ পর্যটকের সমাগম সত্ত্বেও, সিকিম ভারতের অন্যতম পরিচ্ছন্ন রাজ্য।
ভারতের প্রধানমন্ত্রীও এই মাইলফলক অর্জনে সাঙ্গের অবদানের প্রশংসা করেছেন।
সাঙ্গে শেরপা জি-র প্রচেষ্টায় সোমগোর রূপান্তর ঘটেছে, যা সিকিমের একটি সাংস্কৃতিক আইকন!
সাঙ্গে পর্যটক এবং স্থানীয়দের একইভাবে পরিবেশ সুরক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অনুপ্রাণিত ও সংবেদনশীল করে চলেছে।

চিতে লুই সংরক্ষণ

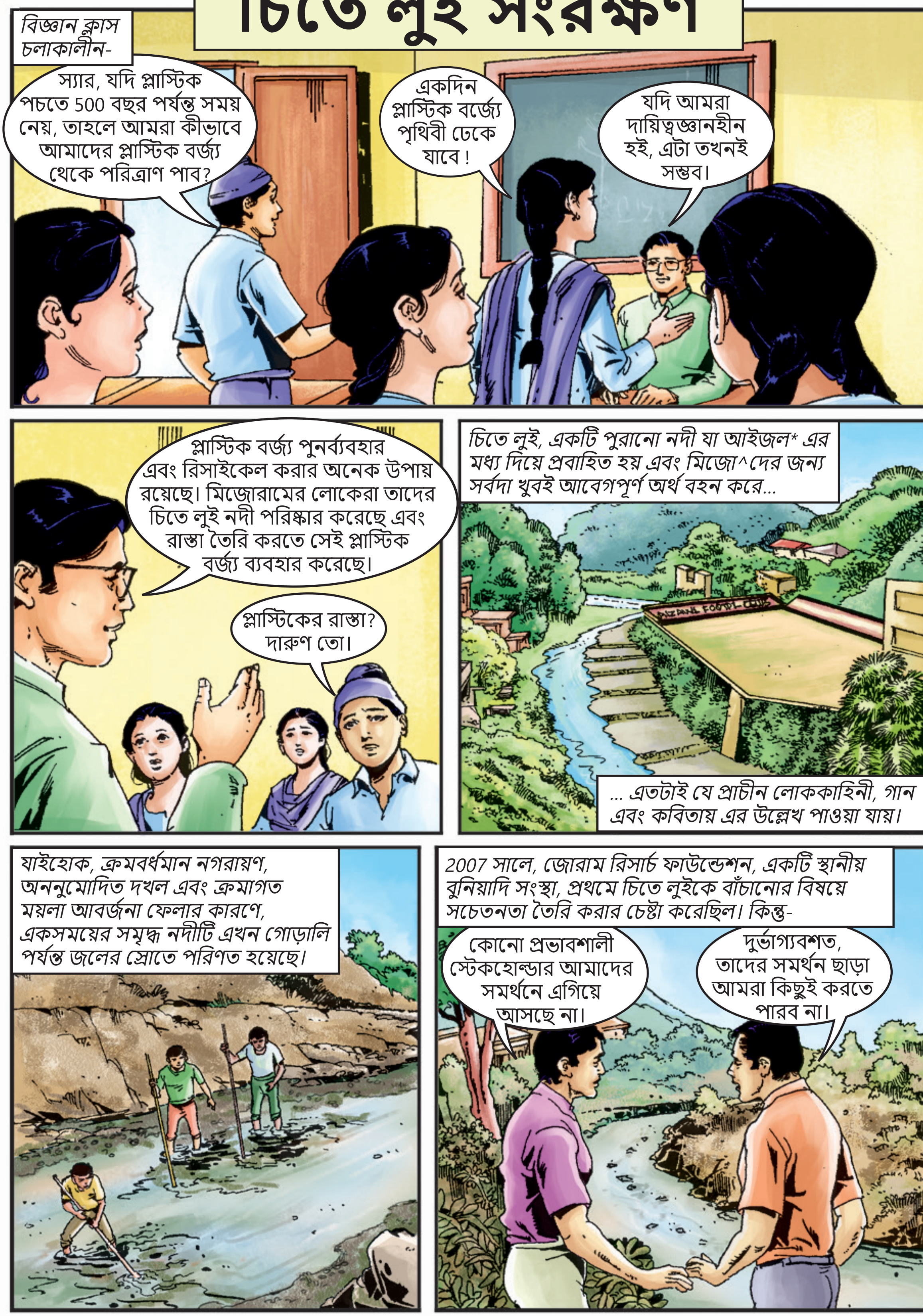

*মিজোরামের রাজধানী

^মিজোরামের লোক

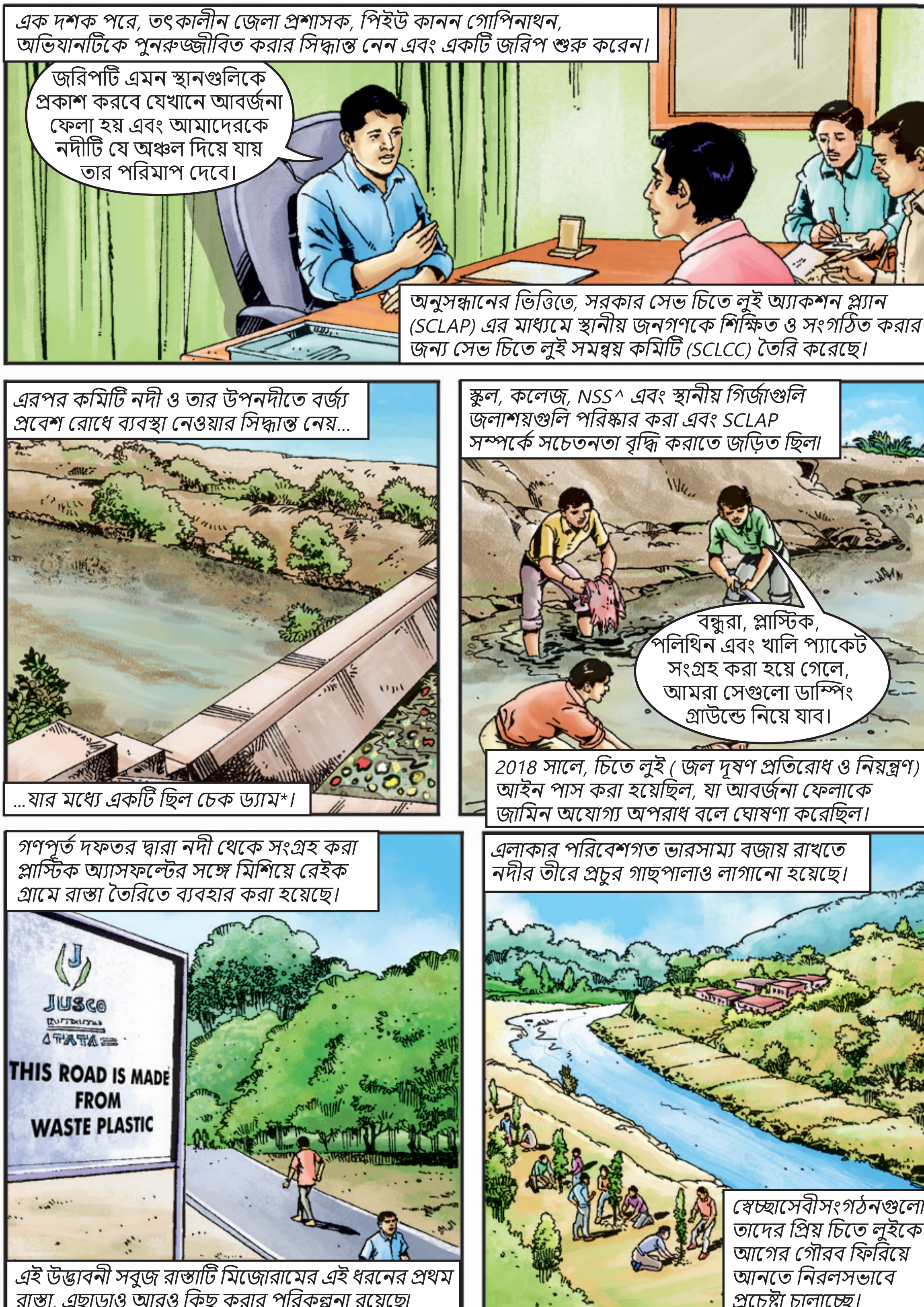

*ছোট বাঁধ যা পলি মাটিকে জলাশয়ে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়।

^জাতীয় পরিষেবা প্রকল্প

সুরেশ কুমার

তোমার সবচেয়ে ভালোলাগার কোন কাজ দিয়ে শুরু করো এবং ধৈর্য ধরে কাজটা করে যাও, চরণ।
স্যার, আমরা পরিবর্তনের কথা বলতে থাকি, কিন্তু আমরা কী করছি? কাজ করার মতো অনেক কিছু আছে।

আজকের গল্পের নায়ক, সুরেশ কুমারের মতো। যিনি নিজের শহরকে সবুজ এবং সুন্দর করে তুলতে বছরের পর বছর কাটিয়েছেন ।

বেঙ্গালুরুর সহকারা নগরের বাসিন্দা সুরেশ কুমার বহু বছর ধরে 'আপনি বিশ্বে যে পরিবর্তন দেখতে চান সেই পরিবর্তনে সামিল হোন' নীতিতে বেঁচে আছেন।

প্রায় 20 বছর আগে সুরেশ সহকার নগরে 2500টি চারা রোপণ করেছিলেন। এগুলি এখন পূর্ণ বয়স্ক গাছ, প্রতিটির নামকরণ করা হয়েছে সাংস্কৃতিক গুরুত্বের একজন ব্যক্তির নামে।
একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ থেকে গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

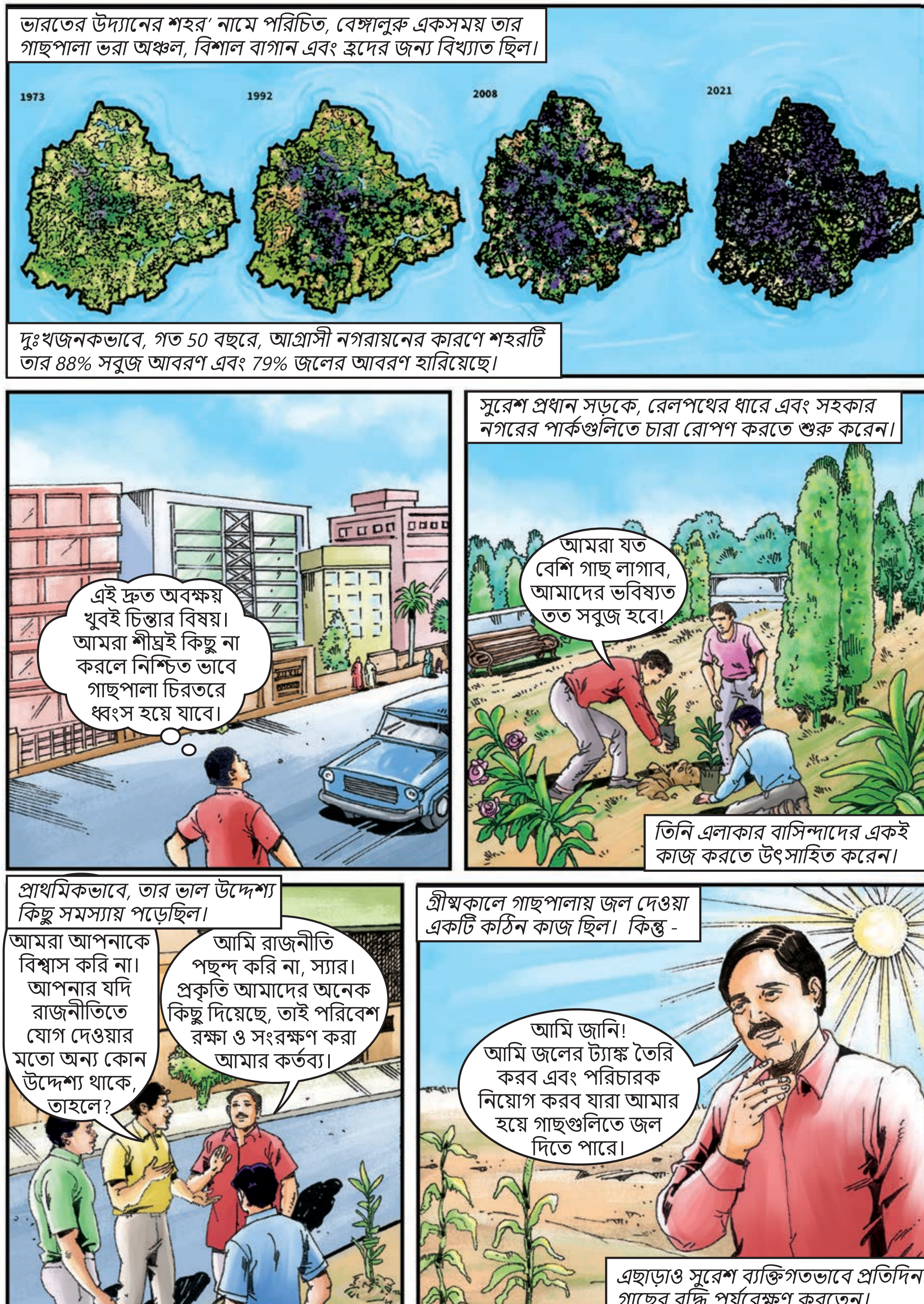
ভারতের উদ্যানের শহর' নামে পরিচিত, বেঙ্গালুরু একসময় তার গাছপালা ভরা অঞ্চল, বিশাল বাগান এবং হ্রদের জন্য বিখ্যাত ছিল।
1973
1992
2008
2021
দুঃখজনকভাবে, গত 50 বছরে, আগ্রাসী নগরায়নের কারণে শহরটি তার 88% সবুজ আবরণ এবং 79% জলের আবরণ হারিয়েছে।
এই দ্রুত অবক্ষয় খুবই চিন্তার বিষয়। আমরা শীঘ্রই কিছু না করলে নিশ্চিত ভাবে গাছপালা চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে।
সুরেশ প্রধান সড়কে, রেলপথের ধারে এবং সহকার নগরের পার্কগুলিতে চারা রোপণ করতে শুরু করেন।
আমরা যত বেশি গাছ লাগাব, আমাদের ভবিষ্যত তত সবুজ হবে!
তিনি এলাকার বাসিন্দাদের একই কাজ করতে উৎসাহিত করেন।
প্রাথমিকভাবে, তার ভাল উদ্দেশ্য কিছু সমস্যায় পড়েছিল।
আমরা আপনাকে বিশ্বাস করি না। আপনার যদি রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার মতো অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে?
আমি রাজনীতি পছন্দ করি না, স্যার। প্রকৃতি আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে, তাই পরিবেশ রক্ষা ও সংরক্ষণ করা আমার কর্তব্য।
গ্রীষ্মকালে গাছপালায় জল দেওয়া একটি কঠিন কাজ ছিল। কিন্তু -
আমি জানি! আমি জলের ট্যাঙ্ক তৈরি করব এবং পরিচারক নিয়োগ করব যারা আমার হয়ে গাছগুলিতে জল দিতে পারে।
এছাড়াও সুরেশ ব্যক্তিগতভাবে প্রতিদিন গাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করতেন।

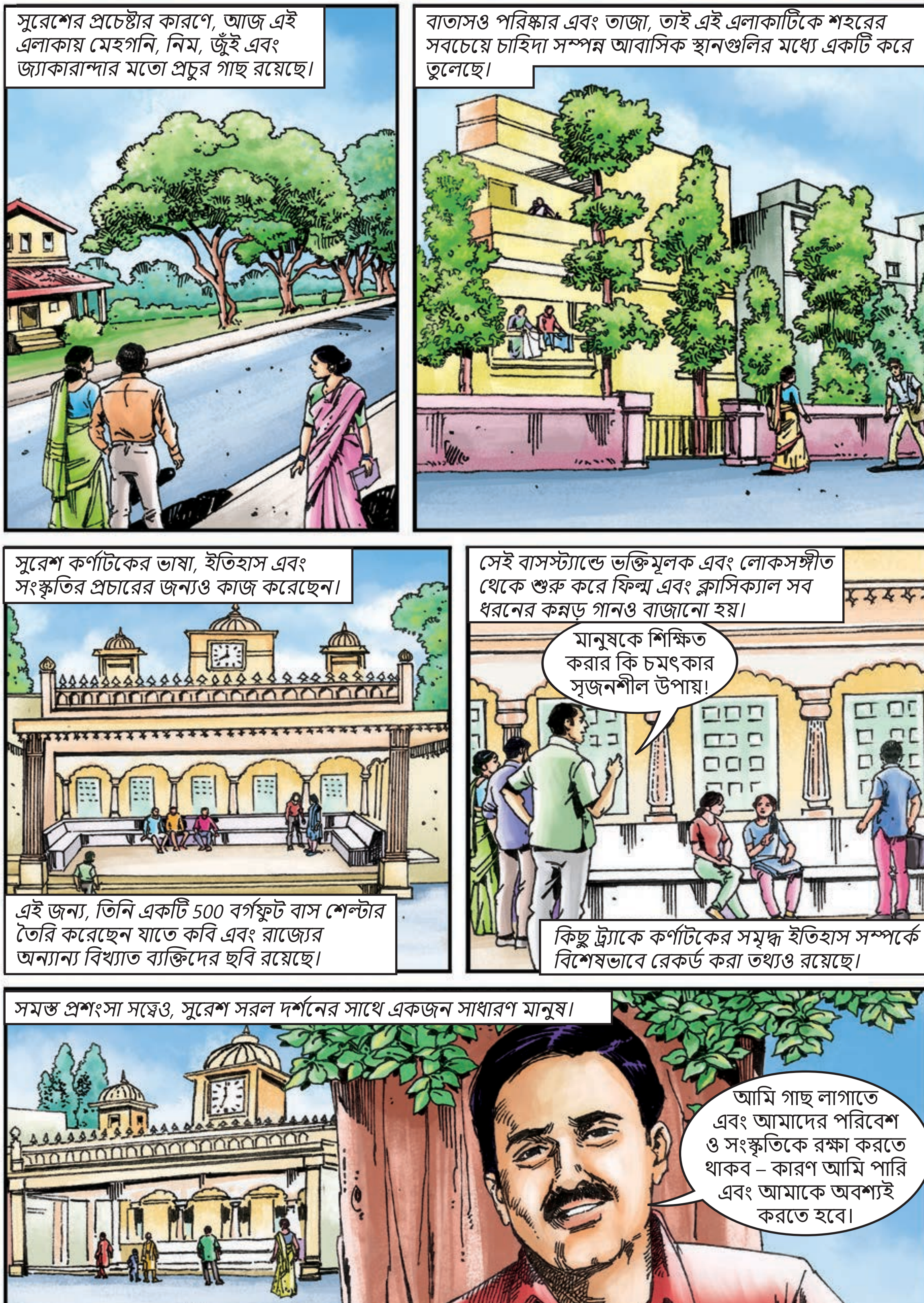
সুরেশের প্রচেষ্টার কারণে, আজ এই এলাকায় মেহগনি, নিম, জুঁই এবং জ্যাকারান্দার মতো প্রচুর গাছ রয়েছে।
বাতাসও পরিষ্কার এবং তাজা, তাই এই এলাকাটিকে শহরের সবচেয়ে চাহিদা সম্পন্ন আবাসিক স্থানগুলির মধ্যে একটি করে তুলেছে।
সুরেশ কর্ণাটকের ভাষা, ইতিহাস এবং সংস্কৃতির প্রচারের জন্যও কাজ করেছেন।
এই জন্য, তিনি একটি 500 বর্গফুট বাস শেল্টার তৈরি করেছেন যাতে কবি এবং রাজ্যের অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তিদের ছবি রয়েছে।
সেই বাসস্ট্যান্ডে ভক্তিমূলক এবং লোকসঙ্গীত থেকে শুরু করে ফিল্ম এবং ক্লাসিক্যাল সব ধরনের কন্নড় গানও বাজানো হয়।
মানুষকে শিক্ষিত করার কি চমৎকার সৃজনশীল উপায়!
কিছু ট্র্যাকে কর্ণাটকের সমৃদ্ধ ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষভাবে রেকর্ড করা তথ্যও রয়েছে।
সমস্ত প্রশংসা সত্ত্বেও, সুরেশ সরল দর্শনের সাথে একজন সাধারণ মানুষ।
আমি গাছ লাগাতে এবং আমাদের পরিবেশ ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে থাকব – কারণ আমি পারি এবং আমাকে অবশ্যই করতে হবে।

তুলসী রাম যাদব

*গ্রাম প্রধান

গ্রামবাসীরা তুলসী রামের ধারণা সম্পর্কে কৌতূহলী ছিল কিন্তু কীভাবে এগিয়ে যাবে সেই ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল না।
বাবা, তুলসী রাম জি 'গ্রামের জল গ্রামেই থাকতে হবে' বলতে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন?
এর অর্থ হল, আমাদের গ্রামের জল গৃহস্থালী কাজ এবং পানীয় ও অন্যান্য ব্যবহারের জন্য রাখা উচিত। এটি অন্য কোথাও ব্যবহার করে নষ্ট করা উচিত নয়।
তাহলে, আমরা সবাই জল সংরক্ষণ করতে সহায়তা করতে পারি?
হ্যাঁ, যখন আমরা বুঝতে পারি যে প্রতিটি ফোঁটা গুরুত্বপূর্ণ, তখন আমরা আমাদের সমস্ত জল সমস্যার সমাধান করতে পারি।
তুলসী রাম চাষীদের চাষের জন্য বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করতে শুরু করার পরামর্শ দেন।
আসুন আমরা আমাদের মাঠে পুকুর খনন করি এবং খালের সাথে সংযোগ করি। মাঠে ব্যবহারের জন্য বৃষ্টির জল তাতে সংগ্রহ করব।
এটি আমাদের সারা বছর ফসল ফলাতে সাহায্য করবে। আমাদের অবিলম্বে এটা করা উচিত।
কৃষকরা 40 টিরও বেশি পুকুর খনন করে খালের সাথে সংযুক্ত করে।
কিছু বছর পেরিয়ে গেল-
একসময়ের শুকনো পুকুরগুলো এখন জলে ভর্তি হয়ে আমাদের সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে।
হ্যাঁ, তুলসী রাম জি ঠিক বলেছিলেন। লুখতারা এখন একটি আদর্শ গ্রাম।
প্রধানমন্ত্রী মোদি তার রেডিও প্রোগ্রাম মন কি বাত-এ জল সংরক্ষণের জন্য তুলসী রাম যাদবের প্রচেষ্টার প্রশংসা করার পরে -
তুলসী রাম জি, আপনি একজন জল সংরক্ষণকারী বীর! আমাদের গ্রামকে এখন সারা বিশ্ব চেনে।
আমরা একসাথে কাজ করেছি এবং পরিবর্তন এনেছি।

মন কি বাত

অধ্যায়-৪

"পৃথিবীতে মানুষের প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট আছে কিন্তু মানুষের লোভের কাছে তা যথেষ্ট নয়।" আমাদের জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর কথিত এই শব্দগুলি প্রায়শই এই দ্রুতগতির বিশ্ব ভুলে যায়। ব্যবসা ও শিল্পের বিকাশের ফলে প্রচুর পরিমাণে বর্জ্য উৎপন্ন হয় এবং এই প্রক্রিয়ায় পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। যাইহোক, এটি বন্ধ করার জন্য কিছু দায়িত্বশীল নাগরিকদের দাঁড়ানো এবং দায়িত্ব নেওয়ার প্রয়োজন।

মন কি বাত-এর অধ্যায়-৪ সারা দেশের সেই সব লোকেদের সম্পর্কে বলেছে, যারা তাদের চারপাশে কোন সমস্যা দেখেছেন এবং সেটি সমাধান করার দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন।

ইন্দ্রপাল সিং বাত্রা, যিনি চড়ুইদের বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ঘর তৈরি করেছিলেন, তামিলনাড়ুর মহিলারা যারা নাগানদী নদীকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন, পরিবেশ রক্ষাকারী নায়কদের সম্পর্কে এমন এগারোটি গল্প এখানে আছে। তাদের প্রত্যেকে সঠিক পথে একটি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং অন্য শত শত মানুষকে তাদের উদ্দেশ্যের সাথে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

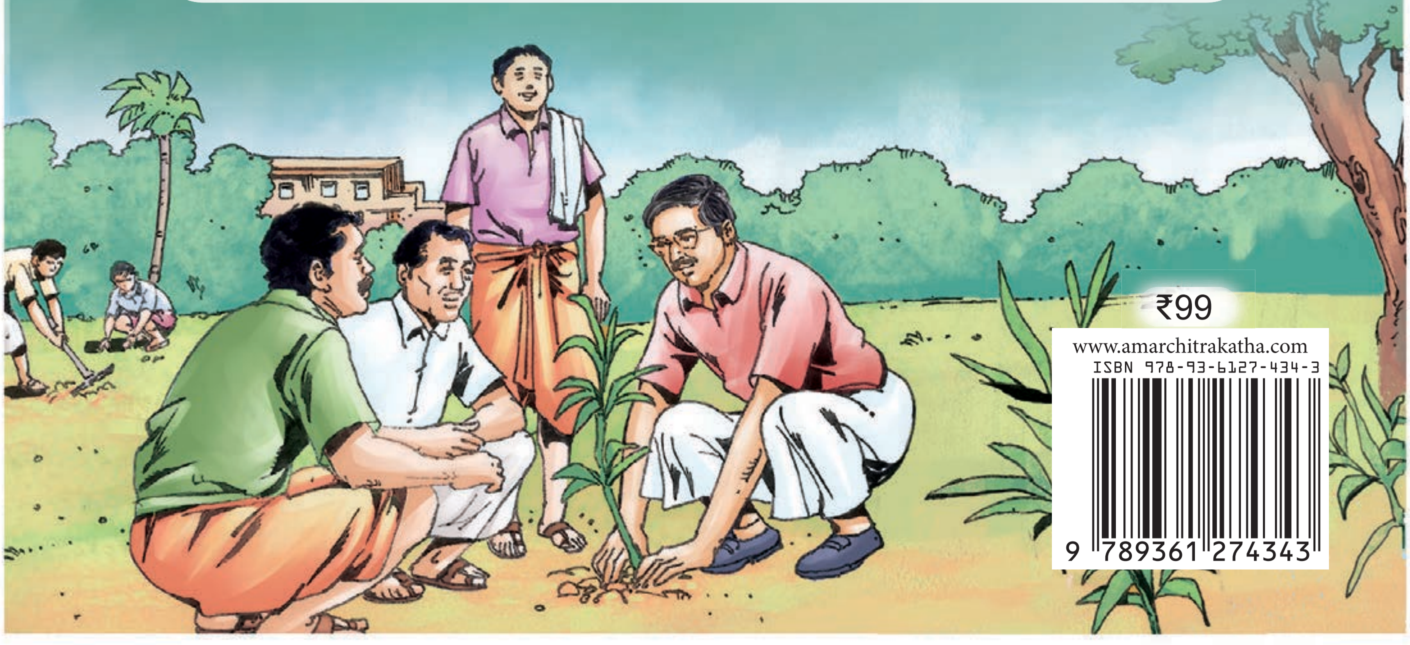

₹99
www.amarchitrakatha.com
ISBN 978-93-6127-434-3
9 789361 274343